Subject - 2nd Language Bengali
Class –VII
Chapter - 2

পদ্য:- 'বঙ্গভূমির প্রতি' - মাইকেল মধুসূদন দত্ত

পদ্যের সারসংক্ষেপঃ–

রবীন্দ্রপূর্ব বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি রচনা করেছেন। ইংরেজি ভাষায় মহাকবি হওয়ার বাসনায় নিজের দেশ ছেড়ে কবি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। বিদেশে থাকলেও দেশের প্রতি তার ভালোবাসা শ্রদ্ধা একটুও কমেনি।

কবি বঙ্গজননীর কাছে প্রার্থনা করেছেন যে নিজের মনের স্বাদ পূরণ করার জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করে এসে কবি যদি কোন ভুল করে থাকেন তবু যেন বঙ্গজননী তার সন্তানকে মনে রাখেন। নিজের মন থেকে বঙ্গমাতা তার সন্তান মধুকবিকে মুছে না ফেলেন। কবি মনে করেন প্রবাসে দৈবের কারণে নিয়তির শিকার হয়ে তার যদি মৃত্যু ঘটে তবুও তার কোনো খেদ বা দুঃখ নেই কারণ তিনি জানেন----

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমরকে কোথা কবে"

কবি বলেছেন এই জীবন রূপ নদীতে প্রাণরূপ জল কখনো স্থির থাকবে না। কবি মনে করেন যে বঙ্গজননী যদি তাকে মনে রাখেন তবে তিনি মৃত্যুকেও ভয় পাবেন না কারণ তিনি জানেন যে মাছিও যদি অমৃত হ্রদে পড়ে তবে তার বিনাশ হয় না। তাই মানব জগতে মানুষ তাকে কখনো ভোলে না।

কিন্তু কবির মনে সন্দেহ জাগে তাঁর কি এমন কোন গুণ আছে যার জন্য তিনি বঙ্গমাতার কাছে এই অমরতা প্রার্থনা করবেন? তিনি বঙ্গমাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন যে তাঁর জন্মভূমির শ্যামল–সবুজ সমারোহের মধ্যে তিনি যেন বিরাজ করেন।

তবে কবির আশা বঙ্গভূমি বা বঙ্গমাতা যদি দয়া করে তাঁর সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে তাঁকে অমর হওয়ার বর দেন, তবে তিনি যেন বঙ্গমাতার স্মৃতিতে চিরকাল অমর হয়ে থাকতে পারেন – যেমনভাবে মানস সরোবরে বসন্ত থেকে শুরু করে শরৎ–সব ঋতুতেই পদ্ম ফুটে থাকে, কবিও যেন মানুষের মনে সর্বদা ফুটে থাকেন।

এই আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমেই জন্মভূমি তথা বঙ্গ মাতার প্রতি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যুর পরেও তিনি বঙ্গজননীর বুকে একটুখানি আশ্রয় প্রত্যাশা করেছেন। এখানেই কবিতাটি আশ্চর্য উৎকর্ষতা লাভ করেছে।